গানের শতবর্ষ: বেগম আখতার

(১৯১৪-১৯৭০)

ইন্দ্রনীল মজুমদার

'গান কি গলা দিয়ে গায় নাকি?' একথা তিনি বলেছিলেন কারণ তিনি যে জেনেছিলেন গানের নির্মাণ তো হৃদয়ে। যখন ভালোবাসায় ভিজে যায় চরাচর, যখন মিলনের আর্তি আর বিরহের শ্বাস ছুঁতে চায় কাছে বসা একাকী মানুষটিকে তখনই ঘটে চলে গানের নির্মাণ। এটা তো সিদ্ধেশ্বরী দেবীরও অনুযোগ ছিল যে আখতারি যার সঙ্গেই কথা বলত মনে হত সেই তার জীবনের সব। এটা বোধ হয় আখতারিবাঈ ফৈজাবাদির কাছে শুধু লখনভি তমিজমাত্র ছিল না। হঠাৎ হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়া বা হাসিতে গড়িয়ে পড়ার কথা তাঁর প্রিয় শিষ্যারা জানিয়েছেন তাঁদের চোখের জলে ধোওয়া স্মৃতিচারণে। এত প্রেম যাঁর হৃদয়ে তিনি যে কবিতা, বিশেষত উর্দু কবিতা ও তার কবিকে ভালোবাসবেন সেটা খুব আশ্চর্য নয়। দশ বছর বয়সেই বেছে নিয়েছিলেন বহজাদ্ লখনভি-র শায়েরি 'দিবানা বানানা হ্যায় তো দিবানা বানা দে।' বারো বছরে রেকর্ড করা সেই গান তাঁকে পাদপ্রদীপে এনেছিল। এই সেই কবি যিনি আখতারি লখনৌ ছেড়ে গিয়েছিলেন ব'লে লখনৌ-এর রাস্তায় আর দেওয়ালে লিখে রেখেছিলেন— হায় আখতার! কত কবিকে যে তিনি তুলে ধরেছিলেন তাঁর কণ্ঠের প্রেম দিয়ে তারই উজ্জ্বল প্রমাণ জিগর মোরাদাবাদি, শাকিল বদাউনি, শামিম জয়পুরি, শাহির লুধিয়ানভি, ফিরক গোরখপুরি থেকে কইফি আজমি।

মির্জা গালিব ও মির তকি মির তো ছিলেনই। কবিতার ঐশ্বর্য্যে, প্রতিটি শব্দের ব্যাঞ্জনায় যদি থাকে তাঁর গানের অধিষ্ঠান তবে তার প্রাণভোমর ছিল তাঁর কণ্ঠের অলৌকিক ভাঁজ আর গলা ভাঙার মোচড়। তাঁর বুকভর্তি ভালোবাসা দিতে জানত অকাতরে আবার ভেঙে পড়ত তুচ্ছ অভিমানে। কথার এই অভিসার, কণ্ঠের এই হাহাশ্বাস তাঁর গানকে পদাবলী করে তোলে। জীবনের অনেক দুঃখকষ্টের আগুনে তাঁর চিত্তশুদ্ধি হয়েছিল, তীব্রতর হয়েছিল সংবেদনগুলি। পিতার অবহেলা, দিদির মৃত্যু, মায়ের মৃত্যু আর মৃতবৎসা জীবন। অথচ ভালোবাসা তাঁর চাইই চাই। তারসপ্তকে যখন তাঁর গলা ভেঙে দেন তখন সেটি আর মানুষের কণ্ঠ থাকে না। তখন সে ঈশ্বরের পায়ে মাথা রেখে কাঁদছে:

'মেরে হমনাফস মেরে হমনাওয়
মুঝে দোস্ত বনকে দাগা না দে।'

তাঁকে সবচেয়ে বেশি পেয়েছিলেন মাননীয়া ঋতা গাঙ্গুলী। তখন বেগম সাহেবা গানের মহলে প্রাইমা ডনা। তাঁর স্মৃতিচারণে ঋতাজি কী মমতায় তাঁর আম্মির হৃদয় তুলে এনেছেন। প্রোগ্রাম থেকে ফিরে চুলে বিলি কেটে প্রেমের গল্প বলে আম্মিকে ঘুম পাড়াতেন ঋতা। রোজ রোজ সুখান্ত প্রেমের গল্প বানাতে বানাতে একদিন ভুলবশত গল্পের নায়িকার বিয়ে অনত্র দিয়ে নায়ককে বিলেত পাঠাচ্ছিলাম। আধঘুমন্ত আম্মি জেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'উস লড়কিকা ক্যায়া হুয়া?' অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেছে শুনে হাপুস নয়নে কেঁদে বললেন কার লেখা গল্প? ভয়ে ভয়ে সত্য স্বীকার করতে আমাকে ত্যাজ্যপুত্রী করলেন। পরদিনের অনুষ্ঠানে আমাকে যেমন গাইতে সুযোগ দিতেন তাও দিলেন না। রাত্রিবেলা আবদারের সুরে বললেন, 'উস লড়কিকো তালাক দিলা দে অর লড়কাকো আপস লা।' এই ছিলেন আখতারি বাঈ, আমাদের বেগম আখতার। সরোবরের জলে চাঁদ দেখতে দেখতে তিনি নিজেকে দেখে ফেলেছিলেন। আর এক বিদুষী শিষ্যা শীলা দর তাঁর কথা বলতে গিয়ে বললেন, 'ওঁর তো একটাই মেসেজ দেবার ছিল— তাঁর নিজের জীবন। পুরোপুরি জীবনকে সাপটে ভোগ করা— তা দুঃখ সুখ যাই হোক। সব কিছুতেই ভালোবাসা আর সুন্দরকে চাইতেন আর যখনই বাস্তবে সেটা পেতেন না ভেঙে পড়তেন কান্নায়। তাঁর সমস্ত শিল্পের, মানুষকে পুরো বশীকরণের মূল ছিল সেইখানে।' যখনই তাঁর হৃদয়খোঁড়া বেদনার গজলমালা বাজে— জিকর উস পরিবশ কা; দয়ম পড়া হুয়া; উজরোঁ আনে ভি হ্যায়; মেরে হমনফস মেরে হমনওয়া; উলটি হো গ্যায়ে সব তসবিঁরে; এ মহব্বত তেরে অনজামপে; উয়ো হমন তুমসে করার থা; রহে আশিকী মারে— তখনই কানে শুনতে পাই 'উস লড়কিকো তালাক দিলা দে অর লড়কাকো আপস লা।'

কলকাতাই তাঁর প্যারিস ছিল। কলকাতায় প্রথম রেকর্ড— মেগাফোন এইচ-এম-ভি, প্রথম থিয়েটার। তারপর টকিজ আর পাগলকরা খ্যাতি। বারবার তাই কলকাতায় থাকতে চাইতেন। এইচ-এম-ভি'র সেই বিখ্যাত দাদরা জুড়ি— 'কোয়েলিয়া মত করো পুকার' এবং 'সইয়া ছোড় দে নৌকরিয়া'। বাংলাদেশ পেল 'কোয়েলিয়া গান থামা এবার', 'এ মৌসমে পরদেশে', 'জোছনা করেছে আড়ি'। লালাবাবুর নবকলেবর অল ইন্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সে প্রথম যেদিন আখতারি বাঈ গাইতে বসলেন তখন তাঁর সাথে সারেঙ্গিতে বসেছিলেন যিনি তাঁর নাম বড়ে গোলাম আলি খান। কেউ তখন তাঁর পরে বসতে রাজি নন। সঙ্গীতসম্রাট ফৈয়াজ খাঁও বললেন 'ইয়ে তো ফরিস্তোঁ কা গানা গাতা হ্যায়।' অনেক পরে পণ্ডিত রবিশঙ্কর বলেছিলেন 'ওই মহিলার চেয়ে ভালো ভৈরবী কেউ গায়নি'। তাঁকে যাঁরা মঞ্চে দেখেছেন তাঁরা বোধহয় শেষ দেখলেন **The wonder that was India** ওই হিরের নাকছাবির ঝিলিক, ওই ডানহাতের উঠানের সাথে সাথে শ্রোতার হায়হায়, ওই সাম্রাজ্ঞীর সম্মোহণ যাঁরা দেখেছেন তাঁরা এটা বুঝবেন। তাই মেরা ভারত মহান। সেখানে আখতারি বাঈ ফৈজাবাদি তো ছিলেন।

বহজাদ্ লখনভিকে যখন লখনউ এর মানুষ পাগল বলে উপহাস করেছিল রাস্তায় রাস্তায় আখতারির নাম লেখার জন্য, তখন বহজাদ্ বলেছিলেন, 'ওর সঙ্গে তো আমার এ জীবনে প্রেম হল না। আমার লেখা নামের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে অন্তত ওর ছোঁয়াটুকু পাব।' আজ জন্মের একশো বছর পরে তাঁর ছোঁওয়া মাটিতে নয় আকাশে ছড়িয়ে আছে— আলোয় মিশে, হাওয়ায় মিশে।

প্রেম কি ভিখ মাঙ্গে ভিখারণ
লাজ মোরি রাখিও সাজন।